সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ

মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রণতোষ চক্রবর্তী

সময়টা উনিশ শতকের শেষভাগ। ব্রিটিশদের অধীনে সবে আধুনিক শিক্ষার আলো ছড়াতে শুরু করেছে এদেশে। কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশকে মাতৃভূমি বলে ভাবতে শিখেছেন। ইউরোপীয়দের চেয়ে কোনওভাবে নিজেরা হীন নন, এমন মানসিকতা সবেমাত্র দানা বাঁধতে শুরু করেছে ভারতীয়দের মনে। এমন যুগে, বলতে গেলে মাত্র দশ বছরের মধ্যে, বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন এক ঝাঁক মনীষী—যাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি বিষয়ে সমগ্র বিশ্বে নবচেতনার সূচনা করেছিলেন—আচার্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ। একই সময় জন্মেছিলেন আর এক মনীষী—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র মতো বিখ্যাত পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক হিসেবেই রামানন্দের খ্যাতি হলেও শুধু সাংবাদিক বললে তাঁর সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে না। তিনি ছিলেন একাধারে মানবদরদি, স্বদেশপ্রেমিক, দেশীয় শিক্ষাসংস্কৃতির ঐতিহ্যের একান্ত অনুরক্ত, জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী, লোকশিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যপ্রতিভাশালী বলিষ্ঠ তেজীয়ান ব্যক্তিত্ব।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ২৯ মে ১৮৬৫, বাঁকুড়া শহরে পাঠকপাড়ায়। তাঁর পিতৃপুরুষদের অনেকে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের কারও কারও নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল। পিতামহ রামলোচন বর্ধমানের টোলে অধ্যাপনা করতেন। রামলোচনের চারপুত্রের কনিষ্ঠ শ্রীনাথ। তাঁরই তৃতীয় পুত্র রামানন্দ। রামানন্দের মাতা ছিলেন হরসুন্দরী। রামানন্দের অন্য তিন ভাই—রামশংকর, রামেশ্বর ও বারাণসী। পিতার মতো পুত্র রামানন্দও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। যথেষ্ট পরিণত বয়সেও তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন।

বাল্যে রামানন্দের বিদ্যারম্ভ হয়েছিল তাঁর এক জ্যাঠামশাইয়ের চতুষ্পাঠীতে। চতুষ্পাঠীর পড়া শেষ হলে তাঁকে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ভর্তি করা হয়। এসময় বাঁকুড়ায় দুরকম স্কুল ছিল—বাংলা ও ইংরেজি স্কুল। রামানন্দ ছিলেন বাংলা স্কুলের সেরা ছাত্র। দশ বছর বয়সেই তিনি এখানকার পাঠ সাঙ্গ করেন এবং বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। মাসিক চার টাকা জলপানিও পান। মেধাবী ছাত্র রামানন্দ অল্প কিছুদিনের মধ্যে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গণিতের শিক্ষক ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কেদারনাথ কুলভী। ছাত্রদের তিনি সাধুসন্তদের আদর্শ জীবন সম্বন্ধে বলতেন। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা রামানন্দ তাঁর কাছেই শুনেছিলেন। পরবর্তী কালে

শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীমা সারদা দেবীর দেহরক্ষার পর সাংবাদিক রামানন্দই প্রথম সারদা দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী 'প্রবাসী' পত্রিকায় বার করেছিলেন (বৈশাখ, ১৩৩১)। প্রসঙ্গত সারদা দেবীর পিত্রালয় বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটীতে ছিল বলে রামানন্দ গর্ব অনুভব করতেন।

কুলভী মশাইয়ের চরিত্র ও শিক্ষাগুণে রামানন্দ ছাত্রাবস্থা থেকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতেন। স্কুলের ছাত্রদশায় তিনি স্কুল পরিদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পদাধিকার বলে রমেশচন্দ্র বাঁকুড়া জেলা স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে পরপর দুবছর রামানন্দ যে-ক্লাসের ছাত্র ছিলেন সেই ক্লাসের ইংরেজি পরীক্ষা নেন। দুবারই রামানন্দ প্রথম স্থান পান। একবার রমেশচন্দ্র তাঁকে একশো নম্বরের মধ্যে ছিয়ানব্বই দিয়েছিলেন। রামানন্দের উপর সন্তুষ্ট হয়ে 'এ ডিকশনারি অব ইউনিভারসাল বায়োগ্রাফি' পুরস্কার দিয়ে পরীক্ষক তাঁকে উৎসাহিত করেন। বাল্যকাল থেকে আবৃত্তির অভ্যাস ছিল রামানন্দের, পরিণত বয়সেও এই অভ্যাস অটুট ছিল বলে তাঁর কন্যা লিখে গিয়েছেন। রামানন্দ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং কুড়ি টাকা মাসিক বৃত্তি পান। এর আগেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে।

কলেজে পড়ার জন্য রামানন্দ কলকাতা পাড়ি দেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। বৃত্তির টাকা থেকেই বাসা ভাড়া, খাওয়া, বই কেনা ইত্যাদি করতে হত। দ্বিতীয় বর্ষে তাঁর কঠিন অসুখ হলে কলেজে অনুপস্থিতির কারণে তখনকার নিয়মমাফিক নির্দিষ্ট বৃত্তি থেকে তেরো টাকা ফাইন ধরা হয়েছিল। রামানন্দ এতে ভীষণ সমস্যায় পড়েন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ এ (ফার্স্ট আর্টস) পরীক্ষা দেন। কৃতী ছাত্র বলে সেন্ট জেভিয়ার্সের ফাদার অধ্যাপকেরা সহজেই রামানন্দকে ভর্তি নিয়েছিলেন। শুধু শর্ত হিসেবে তাঁকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে লাতিন ভাষা পড়তে হয়েছিল। এফ এ পরীক্ষায় (১৮৮৫) রামানন্দের স্থান ছিল চতুর্থ। ফলে পঁচিশ টাকা মাসিক বৃত্তি পেলেন তিনি।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে এবারও রামানন্দ ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সিতে। এসময় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিখ্যাত চার্লস টনি, স্যার জগদীশচন্দ্র—এঁদের মতো শিক্ষক ছিলেন। সেযুগের নিয়মে আর্টস ও সায়েন্স বিষয় নিয়ে পড়েছেন তিনি। আচার্য জগদীশচন্দ্রের ছাত্রপ্রীতি সম্পর্কে তিনি লিখে গেছেন : ''আমি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে পড়ি।... তিনি একদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাসভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তিনি বৌবাজার স্ট্রীটে থাকিতেন। সেখানে আমাদের জন্য আহার্য্য দ্রব্যের প্রচুর আয়োজন ছিল। তিনি আমাদের সহিত নানা বিষয়ে বন্ধুভাবে কথোপকথন করেন...। আমার দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহার বিজ্ঞানোৎসাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই।'' (প্রদীপ, মাঘ ১৩০৪, পৃঃ ৭২)

শেষোক্ত কথাটি রামানন্দের বিনয়-প্রকাশ মাত্র। তিনি বিজ্ঞানী না হলেও জীবনভর বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় (প্রবাসী ও অন্যান্য) বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার প্রচারে তৎপর থাকতেন। এছাড়া তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত বিষয়গুলি দেশবাসীর কাছে সরল সহজভাষায় বর্ণনা করে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, বাংলার অখ্যাত অঞ্চলের ততোধিক অজ্ঞাত ব্যক্তি—যেমন সাবেক পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামের শিক্ষক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের (পৌষ, ১৩২৬) অথবা যশোহর জেলার বগচর গ্রামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের বিজ্ঞান প্রবন্ধ

(শ্রাবণ, ১৩২৫) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রামানন্দ 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরে রামানন্দের বিবাহ হয় বাঁকুড়ার ওঁদা গ্রামের হারাধন মিশ্রের কন্যা মনোরমার সঙ্গে। বধূর বয়স তখন বারো বছর সাত মাস মাত্র। সামান্য পড়াশোনা করা মনোরমাকে রামানন্দের প্রযত্নে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ভাষা শেখানো হয়েছিল।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় তিনি আশানুরূপ ফল হবে না বুঝে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা দিলেন না। পরীক্ষার আগে কিছুদিন তিনি অসুখে ভুগেছিলেন। এছাড়া রাজনীতি সচেতন রামানন্দ জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন বলে পড়াশোনায় কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছিল। এইসময় থেকে তিনি সমাজহিতকর নানা কাজেও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে উপবীত ত্যাগ করে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করে রামানন্দ সিটি কলেজের ছাত্র হিসেবে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বি এ পরীক্ষা দেন। ইংরেজি অনার্সে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হলেন। মাসিক চল্লিশ টাকা 'রিপন বৃত্তি' পেলেন তিনি। কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে রামানন্দকে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ করলেন, অবশ্য বিনা বেতনে। সিটি কলেজ থেকেই ১৮৯০-তে তিনি এম এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক লাভ করেন। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য সরকারি স্কলারশিপ নিয়ে অনায়াসে বিলাত যেতে পারতেন তিনি। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক রামানন্দ ইংরেজ সরকারের এই সম্মান গ্রহণ করেননি।

সিটি কলেজে প্রায় দুবছর বিনা বেতনে অধ্যাপনার পর অধ্যক্ষমশাইকে তিনি জানান, বেতন ছাড়া কাজ সম্ভব নয়। ''কাজের কথা সবাই বলে, কিন্তু খাবার খবর নেয় না''—একথা তিনি অনেক দুঃখে বলেছিলেন। কেননা কলকাতা শহরে বাসা ভাড়া করে তাঁর স্ত্রীকে ইতিমধ্যে আনতে হয়েছিল, দেশে মাকেও অর্থ সাহায্য করতে হত। ব্রাহ্ম আদর্শের যুবক রামানন্দ অর্থের কথা বলাতে অনুতপ্ত হয়ে নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলেন : ''I am a mean man, for my mind is conversant with gain and not with righteousness.'' অবশেষে কলেজ কর্তৃপক্ষ মাসিক একশো টাকা বেতনের ব্যবস্থা করেন।

সিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে রামানন্দ তিন ধরনের কাজে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন—'ধর্মবন্ধু' নামে পত্রিকা সম্পাদনা, 'দাসাশ্রম' নামে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনা, এবং এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'দাসী' পত্রিকা সম্পাদনা।

সিটি কলেজের ছাত্রাবস্থায় তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজি মুখপত্র 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' (সাপ্তাহিক)-এর সহকারী সম্পাদকের কাজ করতেন, তবে তিনি 'ধর্মবন্ধু' সম্পাদনায় সর্বপ্রথম সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন। শশিভূষণ বসু ১২৮৮ সনের ১ আশ্বিন থেকে পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে এটির প্রকাশ শুরু করেন। ১২৯২-এর বৈশাখ থেকে এটি মাসিক হয়ে যায়। ধর্মনীতি, সমাজনীতি বিষয়ক প্রস্তাব, সাধুসন্তদের জীবনী, বিভিন্ন সেবাকাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ে পত্রিকাটিতে আলোচনা হত। মাঘ ১২৯৬—পৌষ ১২৯৭ এটি সম্পাদনা করেন রামানন্দ। এ-পত্রিকার ১২৯৭ আশ্বিন (পৃঃ ১৭৫-৭৬) সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু উক্তি 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি' শিরোনামে প্রকাশ করেন সম্পাদক রামানন্দ।

মানবসেবা ও জীবে প্রেম ছিল রামানন্দের জীবনাদর্শ। এ-আদর্শকে কাজে রূপ দিতেই দাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠা। বসিরহাট মহকুমার জালালপুর গ্রামে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন ব্রাহ্ম যুবাদের প্রচেষ্টায় দাসাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের

নিগৃহীতা নারী ও দুঃস্থ-আতুরদের সেবার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান। এ-কাজে দাসাশ্রমের 'সেবালয়' স্থাপিত হয় ১৮৯২ সালের ২৫ জানুয়ারি। তার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ। তাঁর পরিশ্রমে দাসাশ্রমের কাজের প্রসার হতে থাকে। দাসাশ্রমের মুখপত্র হিসেবে 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশ শুরু হল রামানন্দের সম্পাদনায়। সম্পাদক রামানন্দ সমাজকল্যাণকর বিবিধ বিষয়ে যে বিশেষ চিন্তাভাবনা করতেন তার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর রচনায়। এ-পত্রিকায় রামানন্দ তাঁর শিক্ষক আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের আসরে নামান। 'দাসী'তেই (এপ্রিল ১৮৯৫) প্রথম প্রকাশিত হয় জগদীশচন্দ্রের 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' নামে বিখ্যাত রচনাটি। এই পত্রিকায় স্বনামধন্য বহু লেখক যেমন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর, আচার্য জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় (বিদ্যানিধি), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন প্রমুখের লেখা প্রকাশিত হত।

জনসেবামূলক বিভিন্ন কাজের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রায় অজানা একটি কাজ হল বাংলা ব্রেইল বর্ণমালার উদ্ভাবন। 'দাসী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি এদেশে অন্ধদের উপযুক্ত শিক্ষাদান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এবং পাশ্চাত্য ব্রেইল কেমন করে বাংলায় পরিবর্তন করা যেতে পারে, তার একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। সেসময় বাংলায় কোনও অন্ধ বিদ্যালয় ছিল না। রামানন্দবাবু বাংলা ব্রেইল উদ্ভাবন করা সত্ত্বেও সেসময়ে এটি কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হয়নি। তাছাড়া ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'দাসী' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং এর আগেই রামানন্দ কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তাঁর উদ্ভাবিত ব্রেইল প্রণালী এগোয়নি।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে রামানন্দ মাসিক আড়াইশো টাকা বেতনে এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষপদে যোগ দেন। কলকাতায় তাঁকে অত্যন্ত অর্থকষ্টে থাকতে হত। রামানন্দের দক্ষতাগুণে অতি দ্রুত এলাহাবাদ কলেজের উন্নতি ঘটতে থাকে। কলেজের প্রেসিডেন্ট মুন্সি রামপ্রসাদ, রামানন্দের অধ্যক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে এক সেট সেঞ্চুরি ডিকশনারি তাঁকে উপহার দেন।

রামানন্দের শিক্ষাগুণে তাঁর ছাত্রেরা স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হতে লাগল। তাঁর প্রথমদিকের ছাত্র যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে স্বামী নিরালম্ব) দেশপ্রেমে এতই উদ্বুদ্ধ হলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি বরোদা রাজ্যের সৈন্যবিভাগে যোগ দিলেন। এখানে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। পরে এদেশের বিপ্লবীদলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হন তিনি।

কায়স্থ পাঠশালার সুদক্ষ অধ্যক্ষ হিসেবে রামানন্দ একজন শিক্ষাবিদের খ্যাতি এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো পদও লাভ করেন। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ইংরেজি সাপ্তাহিক 'এড্‌ভোকেট' পত্রিকায় তাঁর সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করতে থাকেন। এলাহাবাদ প্রবাসকালে 'প্রদীপ' (১৩০৪, পৌষ) নামে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তিনি। এর আগে থেকেই রামানন্দ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই সমান দক্ষতায় পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এলাহাবাদ অবস্থানকালে রামানন্দের বিপুল কর্মশক্তি নানা দিকে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী' সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালায় রামানন্দ প্রায় বারো বছর সাত মাস ছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু মতবিরোধের কারণে তিনি ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন। ১৯০৭

খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন ইংরেজি মাসিক 'মডার্ন রিভিউ'। ১৯১০ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং ১৯২২ সালে ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হন। এরপর ১৯২৬ সালে লীগ অব নেশনস কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপ যান। ১৯২৭-এ 'বিশাল ভারত' নামে হিন্দি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৩ এবং ১৯৩১ সালে এলাহাবাদ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন রামানন্দ। শিক্ষাবিদ হিসেবে এডুকেশন রিফর্ম কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিনি তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে এদেশের বহু মানুষের সংগ্রাম ও সাহিত্যসাধনার পোষকতা করে গেছেন। সাংবাদিক রামানন্দ ছিলেন নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চেতা। এজন্য তাঁকে ইংরেজ সরকারের কাছে বহুবার জরিমানা ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রায়ই নিজেদের করণীয় সম্পর্কে রামানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

স্যার যদুনাথ সরকার রামানন্দ সম্পর্কে যথার্থ কারণে 'ইন্ডিয়াজ অ্যামব্যাসাডর টু দ্য নেশনস' (India's ambassador to the Nations) আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' সেযুগের দেশনায়কদের পথ দেখাত। প্রবাসী প্রকাশের চারমাস আগে 'প্রদীপ' (১৩০৭, পৌষ) পত্রিকায় রামানন্দ 'সাময়িক সাহিত্যের কথা'—শিরোনামে একটি প্রবন্ধে মাসিক পত্রিকার দায়িত্ব সম্পর্কে নিজমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে শিক্ষক বা অধ্যাপকের মতো সম্পাদকের কাজও সমান পবিত্র। তাঁর এই চিন্তা ও প্রস্তুতির ফল প্রবাসী পত্রিকার প্রকাশন। পত্রিকার বিষয়সূচিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, জীবনী, অর্থনীতি ইত্যাদি বহুমুখী বিষয় রাখা হত। এছাড়া গুরুত্ব পেত চিত্রশিল্প। পত্রিকাটির প্রচ্ছদের অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। রামানন্দ যে-বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন সেটি ছিল লেখককে বা চিত্রশিল্পীদের অর্থ দিয়ে সম্মানিত করা। বিষয়বস্তু, চিত্রসৌষ্ঠব—বলতে গেলে সবদিক দিয়েই প্রবাসী সমসাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যা পড়ে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখলেন : ''...একালের অতি উচ্চদরের মাসিক পত্রিকারও বার আনা পড়িয়া উঠিতে পারি না, 'প্রবাসী'র ষোল আনাই পড়িয়াছি ও পড়িয়া তৃপ্তিলাভও করিয়াছি।'' রামানন্দের বিশেষ প্রয়াস ছিল পত্রিকাটির সর্বভারতীয় আবেদন, যাতে 'জাতীয় পত্রিকা'রূপে এটি গণ্য হয়। পত্রিকাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল নিয়মিত প্রকাশনা।

বাংলার বাঙালি ও প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রসার, বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার প্রভৃতিতে 'প্রবাসী' যথেষ্ট কার্যকর হয়েছিল। ১৩১২ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে তিন বছর রামানন্দ শ্রীপঞ্চমীর দিন মহাসমারোহে প্রয়াগ বাঙালি সম্মেলনের আয়োজন করতেন। সাহিত্য, সংগীত, শরীরচর্চা ছিল সম্মেলনের প্রধান কর্মসূচি।

রামানন্দ সম্পর্কে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ এসেই পড়েন। রামানন্দ বলেছেন, ''আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব লাভ।'' উভয়েই অসাধারণ প্রতিভাধর। কর্মক্ষেত্রে উভয়ে কাছাকাছি আসেন এবং পরস্পরের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। প্রবাসী-র প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা দেখা যায়। এর আগে প্রদীপ পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন বলে জানা যায়। রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—এই দুই মনীষীর মধ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালবাসা এতই অন্তরঙ্গ ছিল যে অনেক সময় কারও কারও দৃষ্টিতে তা পক্ষপাতিত্ব বলে প্রতিভাত হত। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা একদিকে যেমন প্রবাসীকে সমৃদ্ধ করেছে, অপরদিকে তেমনি প্রবাসী রবীন্দ্রপ্রচারে বহুলাংশে সহায়ক হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি রামানন্দের শ্রদ্ধার একটি নিদর্শন হল কবিগুরুর সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রামানন্দ সম্পাদিত 'দ্য গোল্ডেন বুক অব টেগোর'। সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতিক্ষেত্রের বরণীয়দের শ্রদ্ধাঞ্জলি সাজানো হয়েছে এই বইটিতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা রচনার ইংরেজি অনুবাদকালে রামানন্দবাবুর ওপর অনেকটা নির্ভর করতেন। এ-বিষয়ে তাঁর একটি চিঠি : ''...যদি ইংরেজির কোন গলদ থাকে দৃষ্টি রাখিবেন কেননা ইংরেজি ভাষাটা আমি না জানিয়া আন্দাজে লিখি।" (প্রবাসী, ১৩৪৮, বৈশাখ, পৃঃ ৫৯)

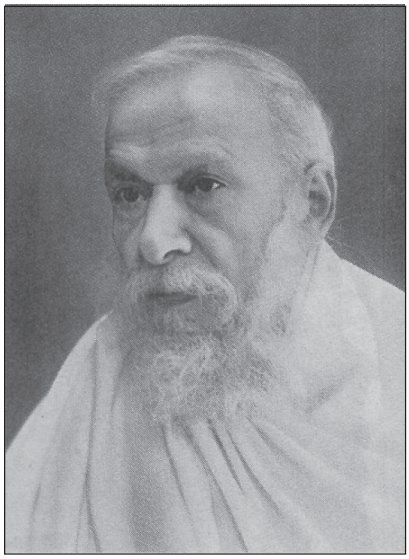
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

উভয়ের অন্তরঙ্গতা রামানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে স্পষ্ট : ''আপনি আমার কাছ থেকে প্রবাসীর প্রবন্ধ আদায় করবার জন্য নানা কৌশলে চেষ্টা করেন... আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না।... আপনি যদি আমাকে সময়মত ঘুষ না দিতেন তাহলে কোন মতেই গোরা লেখা হতো না।... প্রবাসীর লেখার জন্য মাঝে মাঝে তাড়া দেবেন তাতে বুঝতে পারব এখনো আপনি বিশ্বাস করেন আমি লিখতে পারি।" (তদেব, পৃঃ ৬১)

রামানন্দের সঙ্গে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতেন। এমনকী জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করার আগেও রামানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর পরম সুহৃদ, আত্মার আত্মীয় বলে স্বীকার করেছেন : ''সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম... আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে যাঁরা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি।... সেই আমার স্বল্প সংখ্যক কর্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী সম্পাদক অন্যতম।" (সবুজপত্র, ১৩৩৩, আশ্বিন, পৃঃ ৭)

১৯২৬ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পর রামানন্দ হিন্দু মহাসভার আদর্শে প্রচার কাজে ব্যস্ত থাকেন। ১৯২৯ সনে লাহোর কংগ্রেসে তিনিই পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি তাঁর পত্রিকায় জাতীয়তাবাদের অনুকূলে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে সতেজ লেখনী পরিচালনা করেন। রামানন্দ-সম্পাদিত পত্রিকা পরাধীন ভারতে যে-ভূমিকা নিয়েছিল তা নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। সর্বভারতীয় আবেদন, উচ্চমানের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রকাশ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ফলে জাতীয় পত্রিকার মর্যাদা পেতে অসুবিধা হয়নি তাঁর পত্রিকার। তাঁর উদ্যোগে ও চেষ্টায় বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের অবহেলিত ঘরের রামকিঙ্কর বেইজ আন্তর্জাতিক শিল্পী হয়েছিলেন। এদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও গুণীব্যক্তিদের প্রচারের মাধ্যমে তিনি দেশবাসীকে সচেতন করেছেন পত্রিকার দ্বারা।

ভগিনী নিবেদিতার কথা না বললে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কিত রচনা অসম্পূর্ণ থাকে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিস্তৃত আলোচনা করে প্রমাণ

করেছেন : ''রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিউ পত্রিকাকে কলাশিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্পদে সম্পন্ন করেছিলেন নিবেদিতাই।''

রামানন্দের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল সেবা। সেই কারণে যেমন দাসাশ্রম, বাংলায় ব্রেইল প্রণালী উদ্ভাবন, তেমনি তিনি জড়বুদ্ধিদের জন্য 'বোধনা নিকেতন' স্থাপন করেন ১৯৩১ সালে। বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ছিলেন সহ-সভাপতি পদে (১৩৪১-৪৫)। বাঁকুড়া সম্মিলনী ছিল তাঁর একান্ত আপনার। তার সভাপতি ছিলেন দীর্ঘকাল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁকে বিশ্বভারতী আশ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি মনোনীত করা হয়েছিল। ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি হিসেবে তাঁর অবদান অনন্য। নবসপ্ততিতম জন্মদিনে এই নীরব ও নিরলস স্বদেশপ্রেমীকে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে। পরিষদের পক্ষে আচার্য যদুনাথ সরকার, বিশ্বভারতীর পক্ষে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের পক্ষে প্রফুল্লকুমার সরকার, কলকাতা নাগরিকবৃন্দের পক্ষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে মানপত্র প্রদান করেন। ওই মানপত্রটির সামান্য অংশ এখানে দেওয়া হল :

''হে প্রবীণ কর্মী,

নির্ভীক যাত্রীরূপে সুদীর্ঘ জীবনের পথ চলিতে চলিতে আপনি কেবলমাত্র দেশের এবং দশের কল্যাণের কাজই করিয়াছেন, বিশ্বের মানুষকে সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধান দিয়া তাহাদের কল্যাণসাধনের মন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন।...''

রামানন্দের পারিবারিক জীবন খুব সুখের হয়নি। তিনি একাধিক পুত্রকে, সত্তর বছর বয়সে সহধর্মিণী মনোরমা দেবীকে হারিয়েছেন। এসব কিছুর পর বন্ধু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁর পক্ষে ছিল নিদারুণ ও মর্মান্তিক। তিনি লিখেছিলেন : ''...আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই।'' (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৮) কবিগুরুর প্রয়াণের মাত্র দুবছর পর, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ রামানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন।

বাংলা ও ইংরেজিতে রামানন্দের বেশ কিছু পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবিবর্মা প্রমুখের জীবনী উল্লেখ্য। রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস এসবের সঙ্গে শিশুদের জন্য ABC Picture Book, Century Primer, The English Works of Raja Rammohan Roy, Towards Home Rule (একাধিক পর্ব), Rammohan Roy and Modern India, The Golden Book of Tagore ইত্যাদিও রয়েছে।

উনিশ শতকের মনীষীদের অন্যতম রামানন্দ একাধারে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐক্যের সক্রিয় দেশসেবী এবং আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি। ধর্মমতের দিক থেকে যুবা বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও পরিণত বয়সে তিনি সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাঁর সার্ধশত জন্মবর্ষে তাঁর উদ্দেশে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সহায়কগ্রন্থ

১। শান্তা দেবী, *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা*

২। সীতা দেবী, *পুণ্যস্মৃতি*

৩। যোগেশচন্দ্র বাগল, *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১০১, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়* (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

৪। ড. মঞ্জুশ্রী দাসসামন্ত, *প্রবাসী ও রবীন্দ্রনাথ*

৫। *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান* (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

৬। Subodh Chandra Roy, *The Blind in India and Abroad* (Calcutta University, 1944)

৭। রণতোষ চক্রবর্তী, *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়* (পুঁথিপত্র : কলকাতা)